তারিখ ২৯ FEB 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

আমাদের সময়

01 MAR 2016

ইউজিসি হচ্ছে উচ্চশিক্ষা কমিশন

এম এইচ রবিন ●

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সক্ষমতা বাড়িয়ে উচ্চশিক্ষা কমিশন নামে নতুন আইন আজ মঙ্গলবার চূড়ান্ত করা হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে।

দেশের উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নাম পরিবর্তন এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে 'উচ্চশিক্ষা কমিশন' গঠন করার প্রস্তাব দিয়ে একটি খসড়া মন্ত্রণালয়ে জমা দেয় ইউজিসি ২০১৪ সালে। কমিশন আইনের অধিকতর বিশ্লেষণ করে সংযোজন-বিয়োজন শেষ করে খসড়া আইনটি অনুমোদনের জন্য শিগগির মন্ত্রিসভায় পাঠাতে প্রস্তুতি নিচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর আগেও মন্ত্রিসভায় পাঠানো হয় এই আইনের খসড়া। অনুমোদন না দিয়ে ফেরত দেয় মন্ত্রিসভা। অভিযোগ ছিল, উচ্চশিক্ষা কমিশন করা হলেও নির্বাহী ক্ষমতা দেওয়া হয়নি কমিশনকে।

বাড়ানো হচ্ছে সক্ষমতা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, ইউজিসি গঠনের সময় দেশে গুটিকয়েক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। ওই সময় কমিশন শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ বরাদ্দ আর ব্যয়ের তদারকিতে ছিল। সময়ের কলেবরে বর্তমানে দেশে সরকারি ৩৭ ও বেসরকারি ৯১টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। উচ্চশিক্ষার এসব প্রতিষ্ঠান দেখভাল করার মধ্যে ইউজিসি তদন্ত ও সুপারিশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ দায়িত্ব। বিশেষ করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করার সুযোগ নেই বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আইনে। এ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠনের প্রস্তাব আসে মন্ত্রণালয়ে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. একে আজাদ চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, উচ্চশিক্ষার মান ধরে রাখার জন্য উচ্চশিক্ষা কমিশন জরুরি। তবে কমিশনকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দিতে হবে। পৃথিবীর অনেক দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় থাকে অথবা উচ্চশিক্ষা কমিশন থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে নেই। এখন কমিশনের কোনো নির্বাহী ক্ষমতা নেই। ইউজিসির ইচ্ছা ছিল– উচ্চশিক্ষা কমিশন এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৬

ইউজিসি হচ্ছে উচ্চশিক্ষা কমিশন

(শেষ পৃষ্ঠার পর) গঠনের পর এটি পুরোপুরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতামুক্ত হবে। ফলে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে। মন্ত্রণালয়ের একটি উইংয়ের মাধ্যমে দেশের উচ্চশিক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা সম্ভব নয় বলে মনে করে ইউজিসি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. হেলাল উদ্দিন এ বিষয়ে আমাদের সময়কে জানান, ইউজিসি যেভাবে ক্ষমতা চায়, সেটা কতটুকু দেওয়া যায়। আমাদের অন্য কমিশনগুলো কীভাবে কাজ করছে এসবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই উচ্চশিক্ষা কমিশন হবে। আমরা বিভিন্ন দেশের কমিশনগুলোর কার্যক্রম পর্যালোচনা করেছি। ১ মার্চ মন্ত্রণালয়ের সভায় চূড়ান্ত হবে আইনের খসড়া। পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে মন্ত্রিসভায়।

আইনের খসড়ায় বলা হয়, উচ্চশিক্ষা কমিশন শিক্ষা [redacted] কাজ করবে। কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য ও সচিবের পদমর্যাদা সরকারই নির্ধারণ করবে। সরকারের অনুমোদনক্রমেই কমিশন সিদ্ধান্ত নেবে।